

# পেট্রোল বিপণন সংস্থাকে জ্বালানির দাম বাড়ানোর নির্দেশ দেয়নি সরকার



নিজস্ব সংবাদদাতা : শিয়ারে কণ্ঠিকা বিধানসভা নির্বাচন। তবু রাস্তায় পেট্রোল বিপণন সংস্থাকে জ্বালানির দাম বাড়ানোর বিষয়ে কোনও নির্দেশ পাঠায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহৎ এই তথ্য জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান অয়েল এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্মীরা।  
এর আগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গুজরাৎ বিধানসভা নির্বাচনের আগেও কেন্দ্রের তরফে পেট্রোল বিপণন দাম না বাড়ানোর নির্দেশ আসে বলে শোনা গিয়েছিল। সেই সময় পেট্রোল ও ডিজেলের লিটার পিছু ৪৫ পয়সা দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে নাকি কেন্দ্রের সাই মেলেনি।  
জানা গেছে, এবার কণ্ঠিকা নির্বাচনের আগে লিটার প্রতি এক টাকা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি রাখতে

আনুষ্ঠানিক না হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তরফ থেকে ঠারোঠারো ইঙ্গিত পেয়েছে আইওসি, এইচপিসিএল এবং বিপিসিএল-এর মতো রাস্তায় পেট্রোলিয়াম বিপণন সংস্থাগুলি। বৃহৎ নয়াদিরিতে আন্তর্জাতিক এনার্জি ফোরাম (আইএফএফ)-এর বৈঠকে যোগ দিতে এসে আইওসি চেয়ারম্যান সঞ্জীব সিং সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'না, পেট্রোলের প্রত্যাহিক মূল্যবৃদ্ধি রাখতে সরকারের তরফে কোনও নির্দেশ পাইনি।'  
সরকারি নির্দেশিকা পাননি বলে জানিয়েছেন এইচপিসিএল ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম কে সুরানোও। এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিকে তেলের দাম না বাড়ানোর নির্দেশের খবর ছড়িয়ে পড়তেই খস নামে রাস্তায় পেট্রোল

# চিনা বাদাম চাষ করে অতিরিক্ত লাভ ঘরে তুলতে পারবেন কৃষকরা



স্টাফ রিপোর্টার: প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি কম খরচ চিনা বাদাম চাষ করে লাভ ঘরে তুলতে পারেন কৃষকরা। উল্লেখযোগ্য জাত জেএল-২৪, একে-১২-২৪, এমএইচ-২, আইসিজিএস-১১, টিএজি-২৪ এবং জে-১৮ বীজ বোনার টিক পরেই প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম পেট্রিমিথালিন ২০ ইসি স্প্রে করলে আগাছা বহুলাংশে দমন করা যায়। বীজ বোনার মাসখানেক বাদে এবং ফুল আসার মধ্যে হেক্টর প্রতি ৪০০ কেজি জিপসাম জমিতে প্রয়োগ করলে বামা তেলের পরিমাণ বাড়ে। পাশাপাশি দানা পুষ্টিতে সহায়তা করে। ফুল আসার পরে মাটিতে অনুখাদ্য সোহাগা বা বোরাক্স হেক্টরে ৬-৮ কেজি প্রয়োগ করলে সুফল মেলে। পরিচর্যার উপরেই ফলনের পরিমাণ নির্ভর করে।  
চিনা বাদামে জল নিকালি সুবিধাযুক্ত জমি দরকার। বেলে-মৌশামাটী এই চাষের জন্য আদর্শ। বছরে দু'বার চিনা বাদামের চাষ করা যায়। প্রাক খরিক বা গ্রীষ্মকালীন চিনা বাদাম ফাল্টনের মাঝামাঝি থেকে বোনা শুরু হয়ে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা যাবে। বিঘে প্রতি ৮।১২ কেজি খোসা ছাড়ানো বীজ লাগবে। এমএইচ-২ জাতটির জন্য ১৫ কেজি খোসা ছাড়ানো বাদাম লাগবে। বোনার আগে কাপটেন ৫০ শতাংশ আড়াই গ্রাম বা থাইসান ৭৫ শতাংশ আড়াই গ্রাম হারে প্রতি হেক্টর বীজ শোষণ করে নিতে হবে। এক একর জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের সঙ্কে ৪০০ গ্রাম রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে পারলে ভাল। কৃষি বিশেষজ্ঞরা

# নতুন অর্থবর্ষে আয়কর আইনে ৭টি ধারা পরিবর্তন

নয়া দিল্লি, ১০ এপ্রিল: মার্চ শেষে এবার শুরু এপ্রিল। আর অর্থ, নতুন অর্থবর্ষ (২০১৮-১৯)-এর সূচনা। যদিও এই অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল না, তবুও করদাতাদের জন্য বেশ কিছু বদল রয়েছে। এই প্রস্তাবিত বদলগুলি ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে।  
তাই, পাঠকদের জন্য রইল এই অর্থবর্ষের জন্য আয়কর নিয়মের সাত পরিবর্তন- ১) স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন চালু: বেতনভোগীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের ছাড় ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জে।পি. অরুণ, এই অর্থবর্ষ থেকে আয়ের উপর ব্যক্তিগত ব্যয় বাবদ ছাড় উল্লেখ করতে পারবেন করদাতারা। ৪০ হাজার পর্যন্ত এই ছাড়ের সপক্ষে কোনও নথি জমা দিতে হবে না। তবে একই সঙ্গে পরিবহন ও স্বাস্থ্য খরচের বিষয়টি বাদ পড়েছে। ২) বাড়তি সেস: নাগরিকদের আয়ের উপর সেস ৩ শতাংশ থেকে বাড়ি ৪ শতাংশ করা হয়েছে।  
যে কোনও ট্যাক্স-প্লেয়ারের নাগরিকদের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য। ৩) ই-কুইটের উপর দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ: ই-কুইট শেয়ার বা ই-কুইট মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রি বাবদ লাভ ১ লাখের বেশি হলে ১০ শতাংশ কর চালু করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ৪) ই-কুইট মিউচুয়াল ফান্ডের উপর কর: ডিভিডেন্ডের উপর কর: ৫) প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ছাড়: ব্যাঙ্ক, ডাকঘরে জমায় প্রবীণদের করমুক্ত সুদের সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি, ফিল্ড ও রেকারিং ডিপোজিটেও সুদে টিডিএস থাকবে না। স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম, চিকিৎসা খরচে ও ছাড় দেওয়া হয়েছে। জীবন বিমা ৮ শতাংশ রিটার্ন ও লগির সীমা বাড়ানো হয়েছে। ৬) প্রধানমন্ত্রী বায় বন্দনা যোজনা: কম সুদের জমানায় প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অন্যতম সুরাহা এই প্রকল্প। আগে সর্বাধিক ৭.৫ লাখ পর্যন্ত লগির করতে পারতেন প্রবীণ নাগরিকরা। কিন্তু, এবার সেই সীমা বাড়িয়ে ১৫ লাখ করা হয়েছে। ৭) এনপিএস-এ টাকা তোলার ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়: এনপিএস বা জাতীয় পেনশন প্রকল্পের নন-এমপ্লয় সার্ভাইভার-রা মেসারদের মাঝে ৪০ শতাংশ টাকা তুলতে পারেন। এর ফলে অ্যাকাউন্টবন্ডের সময় বকেয়া নিতে গেলে অতিরিক্ত কর দিতে হবে না।



প্রেস ক্লাবে ফ্রান্সিয়া গ্রুপের প্রোডাক্ট লঞ্চ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আধিকারিকরা। নিজস্ব চিত্র

# বেসরকারীকরণের পথে এয়ার ইন্ডিয়া

নয়া দিল্লি, ১৪ এপ্রিল: বেসরকারীকরণের পথে এয়ার ইন্ডিয়া। এই ঘোষণা হওয়ার পর চারটি নামি বিদেশি বিমানসংস্থা ভারতীয় এই এয়ারলাইনস কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগ্রহী সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, লুফথান্ডা এবং সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক টাইমস অফ ইন্ডিয়ার জানিয়েছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার কেনার জন্য প্রাথমিক আগ্রহ জানিয়েছে গম্বু ফেরিয়ারও। যে চারটি সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছে তার মধ্যে একটি সংস্থার এয়ার ইন্ডিয়ায় অংশীদারি রয়েছে। একটি বিদেশি সংস্থা তখনই এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে জয়েন্ট ভেন্ট্যুরে যেতে পারবে যখন এয়ার ইন্ডিয়ার কোনও সংস্থার সঙ্গে অর্ডার ৫-১ শতাংশ-এর পার্টনারশিপ থাকবে। এয়ার ইন্ডিয়ার মত এই শর্ত বিদেশি বিমান সংস্থাগুলিকে পূরণ করতে হবে।  
দীর্ঘদিন ধরে ঘটিতে চলা জাতীয় বিমান সংস্থার ৭৬ শতাংশ বিক্রি করে দেওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এ বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস গ্রুপের (ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের পেরেন্ট সংস্থা) সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, 'কোনওরকম গুজব বা জল্পনা নিয়ে মন্তব্য আমরা করি না। বর্তমানে আমরা ভিত্তিভর বিস্তার নিয়েই ব্যস্ত। তবে আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার সংক্রান্ত আলোচনা রাখা খুলে রাখছি।' দু'টি ভারতীয় বিমান সংস্থা জেট এয়ারওয়েজ এবং ইন্ডিগো এয়ারলাইনস অবশ্য আগেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যে শর্ত রাখা হয়েছে তা মেনে এয়ার ইন্ডিয়া কেনা সম্ভব নয়। বর্তমানে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার দেনা রয়েছে। দুই উড়ান ও হেলিকপ্টার পরিষেবাকারী সংস্থা বিক্রির সিদ্ধান্তে জোড়া ধাক্কা খেল কেন্দ্র। ইন্ডিগো-র পর মঙ্গলবার জেট এয়ারওয়েজ প্রক্রিয়ায় দিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশ নেন। খণ্ডভায়ে জর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়ার ও তার দুই মালিকানাধীন সংস্থা বিক্রির বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে এটা অবশ্যই বড় ধাক্কা। গত সপ্তাহে ইন্ডিগো-র মতোই জেট একই যুক্তি দেখিয়ে জানিয়েছে, প্রক্রিয়ার রূপরেখা তাদের ব্যবসায়িক দিক থেকে নেতিবাচক।  
অন্যদিকে, যথেষ্ট সংখ্যক আগ্রহী সংস্থানা পাওয়ার কারণে পনহ-এর প্রস্তাবিত বিলগ্নিকরণের লক্ষে প্রাথমিক তথ্যবলি সংক্রান্ত মোমোরাভাম প্রস্তাবার করল কেন্দ্র। ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেসমেন্ট-এর এয়ারবাইজেট প্রকাশিত এক নোটস অনুযায়ী, গত বছরের ১৩ অক্টোবর যৌথভাবে তথ্যবলি সংক্রান্ত মোমোরাভাম প্রকাশিত করা হয়েছিল, তাপাণ্ড সংখ্যক নিলামে অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণ

করতে ব্যর্থ হওয়ায় মোমোরাভামটি বাতিল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী তথ্য শীঘ্রই জানানো হবে। প্রসঙ্গত, পনহ হপ হেলিকপ্টারস্ ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই সরকারকে এক চিঠিতে অনুরোধ করেছে, বিক্রি করার বদলে সরকার সংস্থার আইপিও আনার কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুক।  
এদিকে, বিলগ্নিকরণ করার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে এয়ার ইন্ডিয়ার ৭৬ শতাংশ মালিকানা বিক্রি ও সংস্থার পরিচালনা নিয়ন্ত্রণকে বেসরকারি সংস্থাপ্রকারে হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষে সরকার ইতিমধ্যেই বিশদ প্রাথমিক তথ্যবলি প্রকাশ করেছে। জেট এয়ারওয়েজ-এর ডেপুটি সিইও এবং সিএফও অমিত আগরওয়াল একই-পনহ বিবৃতিতে বলেন, এয়ার ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু, বিশদ তথ্যবলি মোমোরাভাম-এ সমস্ত শর্ত দেখার পর আমরা সেগুলি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেব না।' তবে কেন সংস্থার এহেন সিদ্ধান্ত, তা তিনি নির্দিষ্ট করে জানাননি। গত মাসে জেট এয়ারওয়েজ-কেএলএম এবং ডেপুটি এয়ারলাইনস-এর একটি কমার্শিয়াম এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছিল। অন্যদিকে, গত ৫ এপ্রিল ইন্ডিগো প্রেসিডেন্ট এবং পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর আদিত্য যোগ জানিয়েছিলেন, তারা প্রথম দিন থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার-র আন্তর্জাতিক পরিচালনা এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস অধিগ্রহণ করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। পরে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, তবে এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণের যে পরিচালনা সরকার করেছে, তাতে সেই সুযোগ নেই। পাশাপাশি, আমরা বিশ্বাস করি যে এয়ার ইন্ডিয়ার অধিগ্রহণ করার পর তা সাফল্যের সঙ্গে ফের দাঁড় করানোর দক্ষতা আমাদের নেই। প্রসঙ্গত, গত বছর সরকার এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণের পরিচালনা করার পরেই ইন্ডিগো-ই প্রথম সংস্থা যারা অধিগ্রহণ করতে আগ্রহ দেখিয়েছিল।  
গত ২৮ মার্চ এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণের লক্ষে সরকার যে মোমোরাভাম প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, জাতীয় উড়ান সংস্থায় সরকার ২৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব রাখবে। আর নিলামের মাধ্যমে যে বা যারা সংস্থার ৭৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব কিনবে, তাদের কমপক্ষে টানা তিন বছর এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণ করে যেতে হবে। প্রস্তাবিত বিলগ্নিকরণে এয়ার ইন্ডিয়ার ছাড়াও রয়েছে লাভে চলা এয়ার ইন্ডিয়ার এক্সপ্রেস এবং সিঙ্গাপুরের এসএটিএস লিমিটেড-এর সঙ্গে যৌথ সংস্থা এআইএসএটিএস। ওই মোমোরাভাম অনুযায়ী, ২০১৭-১৮-র ৩ মার্চ পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার এক্সপ্রেস-এর সম্মিলিত দেনাভার পূর্ণবন্টন করা হবে।

# বেড়েই চলেছে সবজির দাম

স্টাফ রিপোর্টার: আশ্চর্য দিন নয়, বরং কঠিন সময় আসতে চলেছে আমজনতার জন্য। বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস, আগামী মাস থেকেই ৪.২৮ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়তে চলেছে ভারতীয় অর্থনীতি। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মুদ্রাস্ফীতির ছোবলা। এই মুহূর্তে মুদ্রাস্ফীতির ছোবলা ৪.৪ শতাংশ। এর ফলে অবধারিত ভাবেই খাদ্যশস্য এবং সবজির বাজারে আড়ন লাগবে। গত ফেব্রুয়ারিতেই সবজির দাম বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা ৪-৫ নজরে রাখছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমৃদ্ধির মধ্যে কীভাবে দাম বাড়ে। অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ, কেন্দ্রীয় সরকারকে এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভর্তুকি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যালেন্স ওপরে। কোন নতুন নীতি প্রণয়ন করে এই মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে, সেটা নিয়েই এখন কোমর বাঁধতে হবে রিজার্ভ ব্যালেন্স। সারা দেশে সবজি ও পণ্য উৎপাদনের হার ফেব্রুয়ারিতে ৭ শতাংশ বেড়েছে। সেটাকে কী করে কাজে লাগানো যায়, সেটাও ঠিক করতে হবে।

# আন্তর্জাতিক সৌর সমঝোতা চুক্তিকে কর্ম পরবর্তী অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়া দিল্লি, ১৪ এপ্রিল: ভারত এবং স্বাক্ষরিত হয়েছে এ বছরের ২৬ আন্তর্জাতিক সৌর সমঝোতা মঞ্চের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাবে সম্প্রতি কর্ম পরবর্তী অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে এই চুক্তি স্বাক্ষরের দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি দেওয়া হল কেন্দ্রীয় বিশেষ মন্ত্রককে।  
সৌর সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষে নেতৃত্বদানকারী দেশের সঙ্গে মঞ্চের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের একটি বিশেষ চুক্তি হিসাবে এটিকে গণ্য করা হয়েছে। চুক্তিটি

# যাত্রী পরিষেবায় চমক আনল ভারতীয় রেল



নয়া দিল্লি, ১৪ এপ্রিল: যাত্রী পরিষেবায় নয়া চমক আনল ভারতীয় রেল। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-র ওয়েবসাইটে তৎকালে টিকিট কাটার পদ্ধতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষত বুক করা টিকিট বাতিল এবং রিফান্ড-এর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে।  
অনলাইনে তৎকালে টিকিট আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে থেকে বুক করতে হয়। এমি (১এ/২এ/৩এ/সি/ই/সি/ওই)-র বুকিং শুরু হয় সকাল ১০টা থেকে। আর সিপিআর ক্লাসের বুকিং ১১টা থেকে।  
তৎকালে টিকিটে প্রবীণ নাগরিক বা অন্য কোনও ছাড় মেলে না। পাশাপাশি টিকিট বুক হওয়ার পর, তাতে পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়।  
সংরক্ষিত টিকিট বাতিল

করলে, ভারতীয় রেলের তরফে টাকা ফেরত বা রিফান্ড করা হয় না। তবে ওয়েটিংলিটে থাকার টিকিটের ক্ষেত্রে কিছু টাকা কেটে নেওয়া হয়।  
তবে ট্রেন ও যন্ত্রা বৈশি মেরিতে চললে টিকিটের পুরো ভাড়াই রিফান্ড হিসেবে দাবি করতে পারেন যাত্রী। পাশাপাশি কোনওভাবে রুট বদল করা হলে এবং সেই রুটে যাত্রায় আপত্তি থাকলেও পুরো রিফান্ডের দাবি করা যেতে পারে। রুট বদলের ফলে যাত্রীর গন্তব্য পরিবর্তন হলেও পুরো ভাড়ার রিফান্ডের জন্য আপিল করা যায়।  
তৎকালে টিকিটের দাম নির্ভর করে কোচের ধরনের উপর। ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের ক্ষেত্রে বাড়তি ভাড়া শুরু হয় ১০ থেকে এবং সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত যেতে পারে। পাঁচ থেকে ৫০০ কিলোমিটার বা কোচের ধরনের ভিত্তিতে।